বাংলা উৎসব, ফোবানা এবং...

জসিম মল্লিক

১.

এবং সাহিত্য আড্ডা

২৯ জুন ২০০৮। মুক্তধারা নিউইয়র্ক আয়োজিত আর্ন্তজাতিক বাংলা উৎসব ও বই মেলার শেষ দিন নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় দ্য ম্যারী লুইস একাডেমী চত্বরে দাঁড়িয়ে আমরা কয়েকজন আড্ডায় মেতে উঠলাম। আড্ডার বিষয় হচ্ছে সাহিত্য। যেকোনো আড্ডায় আমি সাধারণতঃ শ্রোতার ভূমিকা নেই। আর সাহিত্য বিষয়ে আড্ডা হলেতো কথাই নেই। কারণ সাহিত্য বিষয়ে আমার পান্ডিত্য অতি নগন্য। জীবনে কোনো ব্যপারেই আমার তেমন কিছু পান্ডিত্য নেই; যেমনটা আছে আমার অন্যান্য বন্ধুদের। অতি আধারণ একজন হয়ে বেঁচে থাকার যে কী আনন্দ আমি তা উপভোগ করি। আড্ডায় আমানউদ্দৌলা, হাসান আল আবদুল্লাহ, আদনান সৈয়দ, তুষার গায়েন, নাজনীন সীমন প্রমূখেরা তুমুল বিতর্কে লিপ্ত প্রয়াত লেখক হুমায়ুন আজাদের কবি সত্ত্বা নিয়ে। স্বাভাবিকভাবে হাসান আর তার স্ত্রী সীমন একদিকে আর সবাই অন্যদিকে। হাসানের বক্তব্য হচ্ছে হুমায়ুন আজাদের সমসাময়িক অন্য সব কবিদের চেয়ে সে বড় মাপের কবি। হাসান তার বক্তব্যে অটল, অন্যেরাও। তবে হাসানের শব্দগুচ্ছ একটি ভালো মানের কাব্য সংকলন।

এর আগে ভিন্ন এক আড্ডায় বই পড়া নিয়ে কথা হচ্ছিল। আড্ডায় ছিলেন নাজমুন্নেসা পিয়ারী, তাসনিয়া করিম ফারিয়া, আকবর হায়দার কিরন, আদনান সৈয়দ, বাংলাদেশ থেকে আগত ক্রান্তি শিল্পীগোষ্ঠীর সভাপতি মাহবুবুল হায়দার মোহন প্রমূখ। তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারের যুগে বই পড়া কমে গছে বলে অনেকে অভিমত দিলেন। কিন্তু ব্যতিক্রম হচ্ছে তাসনিয়া করিম ফারিয়া। প্রবাসের ব্যস্ত জীবনেও সে যে প্রচুর পড়াশুনা করে তার প্রমান পাওয়া গেলো৷ বিশ্বসাহিত্যে সাম্প্রতিক প্রকাশনাগুলো নিয়ে কথা বলে। ফারিয়া চমৎকার লেখেও। ফারিয়ার মতো একজন মিষ্টভাষী, সুদর্শন ও বিদুষী লেখক সহজেই অন্যের মনোযোগ আকর্ষন করে। আমি দ্বিধা দ্বন্দ ভুলে ফারিয়ার হাতে আমার সদ্য প্রকাশিত বইদুটো দিলাম এই আশায় যেনো সে পড়ে।

নিউইয়র্ক!

আমি নিউইয়র্ক পৌঁছলাম ২৭ জুন সন্ধ্যায়। ম্যানহাটনের পেন স্টেশন থেকে ট্যাক্সি নিয়ে কিরন ভাইয়ের সাথে চলে এলাম তার বাসায়। নিউইয়র্ক! আমার প্রিয় শহরগুলোর একটি। কোনো একটা উপলক্ষ্য হলেই আমি ছুটে আসি যে শহরটিতে। নানা কারনে নিউইয়র্ক আমার খুব পছন্দের জায়গা। এখানে আমার অনেক বন্ধু, আত্নীয়, শুভাকাঙ্খিরা রয়েছেন। নিউইয়র্ককে

অর্থনৈতিক গুরুত্বের দিক থেকে কেউ বলে বিশ্বের রাজধানী, অভিবাসীর দিক থেকে কেউ বলে বিশ্ব অভিবাসীর তীর্থভূমি। নিউইয়র্ককে একেকজন একেকভাবে দেখে থাকে। বর্ণনাও দেয় সেভাবেই। অন্ধরা হাতির এক এক অঙ্গ স্পর্শ করে এক এক ভাবে ধারনা নেয় পূর্ণাঙ্গ হাতি সম্পর্কে। নিউইয়র্ক সবাই চোখ মেলে দেখে। প্রাণ ভরে উপভোগ করেও সবাই ভিন্ন ভিন্নভাবে নিউইয়র্ককে তুলে ধরে। পৃথিবীর এমন কোন দেশ নেই এমন কোন ভাষা কিংবা সংস্কৃতি নেই যে দেশের মানুষ এবং সংস্কৃতি নিউইয়র্কে নেই। ম্যানহাটনের স্থাপত্য সৌন্দর্য আর স্ট্যাচু অব লিবার্টির আকর্ষণ অকল্পনীয়। প্রতিবছর হাজার হাজার পর্যটক কেবল ম্যানহাটনের রূপসৌন্দর্য উপভোগ করতেই মোজাইক সিটি নিউইয়র্কে পা রাখে। ধ্বংসপ্রাপ্ত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের স্থানটিকে এখন বলা হয় গ্রাউন্ড জিরো। সেটি দেখতেও প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ভীড় জমায়।

২.

তথ্য সংকট!

বলা হচ্ছে মার্কিন মুল্লুকে এখন বাঙ্গালির সংখ্যা নাকি দশ লাখ! কারো কাছে যদিও সঠিক তথ্য নেই তবে ছয় লাখের যে কম হবে না এটা নিশ্চিত করে বলা যায়। জ্যাকসন হাইটস এলাকাটা এখন পুরোটাই বলতে গেলে বাঙ্গালিদের হয়ে গেছে। হঠাৎ কেউ এ এলাকায় এলে বুঝতেই পারবে না যে এটা আমেরিকা। মনে হবে বাংলাদেশের কোনো অংশ। কিরন ভাই একটা মজার কথা বললেন সেটা হচ্ছে, অনেকে বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে আমেরিকা ঘুরে এলাম না বলে বলে জ্যাকসন হাইটস ঘুরে এলাম! বাঙ্গালিদের একবার নিউইয়র্ক পা না রাখলে আমেরিকা ভ্রমন যেমন পূর্নতা পায় না তেমনি একবার জ্যাকসন হাইটস আসতেই হয়।

নিউইয়র্কে আমার এবারের অবস্থান হচ্ছে আকবর হায়দার কিরনের উডসাইডের মনোরম পরিবেশের এপার্টমেন্ট। এর আগেও আমি কিরন ভাইয়ের আতিথ্যি গ্রহন করেছি। অনেকেই করে। কিরন ভাই সাপ্তাহিক২০০০ ও আনন্দধারার আমেরিকা প্রতিনিধি এবং নিউইয়র্কের বাংলা টিভির সাথে জড়িত। কিরন ভাইয়ের বাসার অন্যতম আকর্ষন ছিল তার বড় ভাই মাহবুবুল হায়দার মোহন যিনি ফোবানা উপলক্ষ্যে আমেরিকা এসেছেন। মিষ্টিভাষী ও নরম স্বভাবের মোহন ভাই আমার মন কেড়ে নিয়েছিলেন।

বইমেলার ১৭ বছর উপলক্ষে মুক্তধারা ফাইন্ডেশনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক বাংলা উৎসবে ঢাকা, কলকাতা, কানাডা, জার্মানী, এবং আমিরিকার বিভিন্ন সিটি থেকে কবি-সাহিত্যিক-লেখক-উপন্যাসিক-শিল্পীরা অংশ নেন। উৎসবের শুভ সূচনা হয় ২৭ জুন অপরাহ্নে কুইন্সের রাস্তায় বর্নাঢ্য এক র‌্যালির মাধ্যমে। শেষ হয় ২৯ জুন মধ্য রাতে। ৬৭ স্ট্রীট এবং হিলসাইড এভিনিউতে কম্যুনিটি এ্যাক্টিভিস্ট মুক্তিযোদ্ধা শরাফ সরকারের অফিস প্রাঙ্গন থেকে শুরু এ র‌্যালিতে শ্রী চিন্ময় সেন্টারের লোকজনের উপস্থিতি ছিল উল্লেখ করার মতো। এছাড়া জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস ক্লাবের সদস্য-কর্মকর্তা ছাড়াও বাংলা স্কুলের শিক্ষক-ছাত্র ছাত্রীরা ছিলেন র‌্যালিতে। এতে নিউইয়র্কের স্টেট সিনেটর ফ্রাঙ্ক প্যাডাভান, সিটি কাউন্সিলর জন ল্যু, হায়রাম

মনসেরাট এবং জেমস জিনারো, সিটি মেয়রের প্রতিনিধিসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা যোগ দিয়েছিলেন। র‍্যালি আয়োজনের জন্য শরাফ সরকারের ভূমিকা প্রশংসাযোগ্য।

বই কেনাবেচা

উৎসবে বইয়ের স্টলের পাশাপাশি বাঙালি সংস্কৃতির পরিপূরক বস্ত্র-পন্যের সমাহার ঘটেছিল ব্যাপক, যা বইমেলার গুরুত্বকে কিছুটা হলেও খর্ব করেছে। এ নিয়ে প্রকাশকদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গেছে। উৎসবে নবীন প্রবীন লেখকদের অড্ডা জমেছিল ভালোই। বাংলাদেশের প্রথিতযশা কবি রফিক আজাদ ও দিলারা হাফিজ এসেছিলেন শব্দগুচ্ছের আমন্ত্রনে। এছাড়া ডঃ ফজলুল আলম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সাঈদ-উর-রব, দিলারা হাশেম, হাসান ফেরদৌস, শাহিদা বেগম, অধ্যাপিকা হুসনে আরা বেগম, ঢাকার সময় প্রকাশনীর ফরিদ আহমেদ, নাজমুন্নেসা পিয়ারী, জুনায়েদ আকতার, নশরত শাহ সহ আমেরিকার বিভিন্ন স্টেট থেকে অনেক লেখকরা অংশ নেন। বিভিন্ন পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন ফরিদা পারভীন, বাপ্পি লাহিড়ি, রাম কানাই দাশ, পারমিতা মুমু, কাবেরি দাশ, ইভা রহমান, রিজওয়ান সহ স্থানীয় শিল্পীরা।

বিভিন্নপর্বে আলোচনায় অংশ নিয়ে কবি রফিক আজাদ বলেন, সুদুর এ প্রবাসে জীবন গড়ার কঠোর সংগ্রামে রত প্রতিটি বাঙালি মেধা-মনন এবং হৃদয়ে বাংলাদেশ ধারণ করে রয়েছেন। ফরিদ আহমেদ বলেন, লেখকদের সাথে পাঠক এবং প্রকাশকদের সম্মিলনের এ সুযোগটি নতুন পাঠক-লেখক তৈরীর ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখছে।

৩.

তসলিমা বিতর্ক!

অনুষ্ঠানে তসলিমা নাসরিনকে নিয়ে সরস আলোচনা হয়েছে। তসলিমা নাসরীন জনপ্রিয় লেখক নাকি বিতর্কিত লেখক এ নিয়ে দুই বাংলার দুই জনপ্রিয় লেখক ও গবেষকের মধ্যে তুলকালাম কান্ড ঘটে গেছে মেলার দ্বিতীয় দিন। এ বিতর্কে অবতীর্ন হন লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং গবেষক ফজলুল আলম। ফজলুল আলম দাবী করেন যে তসলিমা আন্তর্জাতিকভাবে জনপ্রিয় লেখক হওয়া সত্ত্বেও পাশ্চাত্যে তিনি তেমনভাবে সমাদৃত হচ্ছেন না। এ কথা বলার সাথে সাথে আপত্তি উত্থাপন করেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন, তসলিমা নাসরীন কখনোই আর্ন্তজাতিক মানের লেখক নন, তিনি হলেন বিতর্কিত লেখক-এটাই হচ্ছে তার জন্যে উত্তম বিশেষন। এ সময় উপস্থিত দর্শকদের বড় একটি অংশ হরতালি দিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা সমর্থন করেন।

ফাহিম রেজা নুর এবং শ্যামলিপি শ্যামার উপস্থাপনায় সমাপনী বক্তব্যে মুক্তধারার কর্ণধার বিশ্বজিত সাহা বলেন, বাঙালি সংস্কৃতির জয়গান গাওয়ার জন্যই শুধু নয়, আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী কিংবা বড় হওয়া নতুন প্রজন্মের বাংলার ফল্গুধারা প্রবাহিত করতে এ ধরনের উৎসবের বিকল্প নেই। বাংলা উৎসব এবং বইমলো উপলক্ষ্যে একটি চমৎকার স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে উত্তর আমেরিকার প্রায় সকল প্রতিনিধিত্বশীল লেখকদের লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

৪.

বিভেদের ফোবানা!

কলহ প্রিয় বাঙ্গালিরা কোনোকিছু মিলিতভাবে করতে পছন্দ করে না। একটা প্রবাদ আছে , কুকুর দিনে দিনে দিল্লী পৌঁছে যেতে পারতো কিন্তু পথে পথে কলহ ফ্যাসাদের জন্য দিনে দিনে দিল্লী পৌঁছা সম্ভব হয় না। আমাদের অবস্থাও হয়েছে তাই। কলহ ফ্যাসাদের জন্য কিছুই আমরা সুন্দর করে করতে পারি না। যেখানে বাঙ্গালি আছে সেখানে কলহ থাকবে না এটা ঠিক বাঙ্গালি চরিত্রের সাথে যায় না। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করতে আমাদের চেয়ে পারদর্শী আর কেউ নেই। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, আত্মপরিচয় সংকট, পরশ্রীকাতরতা ইত্যকার নানা কারণে আমরা বাঙ্গালিরা প্রবাসে অন্য জাতির কাছে নিজেদের ছোট করি।

একসময় ফোবানা ছিল উত্তর আমেরিকার প্রবাসী বাঙ্গালিদের মিলন মেলা বা আনন্দের উৎস। সেই ফোবানা এখন বিভক্তি, অবব্যস্থাপনা, পুলিশ ডাকাডাকি এবং বাদ প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এবার ফোবানা নামের দুই টুকরার পাশাপশি নিউইয়র্ক এবং ডালাসে একই সময়ে বাংলাদেশ সম্মেলন, মেজবান পার্টি এবং গ্রীষ্ম মেলা নামে কয়েকটি পাল্টা অনুষ্ঠান হয়েছে। এর ফলে ফোবানার মূল চেতনা থেকে বিচ্যুত হওয়ায় ফোবানা নিয়ে মানুষের আগ্রহ কমে গেছে। দর্শক আগমন হ্রাস পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বিদ্রোহিদের অনুষ্ঠানে মূল ফোবানার চেয়ে দর্শক বেশী হয়েছে বলে জানা গেছে। কেউ কেউ অন্যকে দমানোর জন্য ফ্রী গান বাজনার ব্যবস্থা করেছে।

এই সময়ে বাংলাদেশে থেকে শিল্পী, বুদ্ধিজীবি এবং সাংবাদিক আনার হিড়িক পড়ে যায়। যেসব শিল্পীদের লাখ লাখ টাকা খরচ করে নিয়ে আসা হয় তারা নতুন কিছু দিতে পারছে না। এদের চর্বিত চর্বন গান আর নর্তন কুর্দনে দর্শকরা ক্লান্ত বিরক্ত। এরচেয়ে প্রবাসী শিল্পী যারা আছেন তাদের সুযোগ দিলে তারা অনেক ভাল কিছু দিতে পারবে বলে অনেকে মনে করে। এখন আমেরিকা-কানাডাতেই অনেক নাচ গানের স্কুল গড়ে উঠেছে। সেখানে অনেক প্রফেশনালরা নাচ গান শিখাচ্ছেন। অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তারা ভালো করছেন। যেকোনো অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীদের পঞ্চাশ ভাগ সুযোগ রাখা উচিত। না হলে সেই অনুষ্ঠান বর্জন করতে হবে বলে কেউ কেউ অভিমত দেন।

৫.

সঙ্গীতের নামে বাণিজ্য!

বাংলাদেশ থেকে শিল্পী এনে বিদেশে এক শ্রেনীর লোক বেশ ভালো বানিজ্য ফেঁদে বসেছে। কিছু চিহ্নিত ব্যক্তি বাংলাদেশ থেকে শিল্পীদের এনে মাসের মাসের পর আমেরিকায় রেখে বিভিন্ন স্টেটের উদ্যোক্তাদের কাছে প্রোগাম বিক্রী করে লাখ লাখ ডলার হাতিয়ে নিচ্ছে। একটা শক্তিশালী মাফিয়া চক্র এসব নিয়ন্ত্রন করছে। শুধু আমেরিকাই নয় এ দৃশ্য অনেক জায়গায়ই চোখে পড়ছে। ১/১১ এর পরে বাংলাদেশে এরা গ্রহনযোগ্যতা হারিয়ে এখন দেশের বাইরে চলাচ্ছে নানা অবৈধ কার্যকলাপ।

ক্লোজআপের কয়েকজন শিল্পী তাদের নাম প্রকাশ না করার শর্তে এই লেখককে জানিয়েছেন, তাদের সাথে গোপন চুক্তির কারনে তাদেরকে দিয়ে যা খুশী তাই করিয়ে নেয়া হচ্ছে। তারা ভয়ে মুখ খুলতে পারে না। ১ জুলাই আটলান্টিক সিটিতে এক কনসার্টে ক্লোজআপের সোনিয়া, সালমা, রিঙ্কু এদের গান শুনে দর্শকরা হতাশ হয়েছে। যে সম্ভবনা নিয়ে এইসব নবীন শিল্পীদের যাত্রা শুরু হয়েছিল, শ্রোতারা এসএমএসের মাধ্যমে সমর্থন জুগিয়েছিল মাফিয়াদের খপ্পরে পড়ে এবং দ্রুত তারকা খ্যাতি ও অতি মুনাফার আশায় এদের বিদায় ঘন্টা বেজে গেছে। সঙ্গীত যে একটা সাধনার জিনিস এবং কন্ঠের সুর যে অন্যকে বিমোহিত করার জন্য ব্যাপারটা আর তা নেই এইসব শিল্পীদের মধ্যে। যে সব টিভি চ্যানেল প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নতুন শিল্পী তুলে এনে বাহবা কুড়াচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্য শুধু যেনো বানিজ্যই না হয় তারা যেনো এইসব প্রতিভা লালনও করেন এ ব্যাপারটা খেয়াল রাখা দরকার বলে অনেকে মনে করেন।

৬.

উদ্দেশ্য কী বিদেশ ভ্রমণ!

এবার বাংলাদেশ সম্মেলনে কয়েকজন সম্পাদক যোগ দিয়েছেন। নিউইয়র্কে ম্যানহাটন সিটিতে বিলাসবহুল হিল্টন হোটেলের মিলনায়তনে ৩-৬ জুলাই অনুষ্ঠিত হয় ২২তম উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলন। আয়োজক সংগঠন ছিল আমেরিকা বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ। তাদের আয়োজন যে সর্বার্থে সফল হয়েছে একথা বলা যাবেনা তবে তাদের চেস্টার ত্রুটি ছিলনা।

এবারের অনুষ্ঠানে যোগদানকারী অনেকেই অভিযোগ করেছেন যে, বর্তমান ফোবানাকে পেয়ে বসেছে স্বজনপ্রীতি, সংগঠন ও গোষ্ঠী প্রীতিতে। মতলবী নেতৃত্ব চিরস্থায়ী করতে কেউ কেউ আর ফোবানার মূল চেতনা ও নীতি নৈতিকতার ধার ধারছেন না। যে কারনে বিভক্তি বাড়ছে। নির্বাচনে কারচুপির আশ্রয় নেয়া হচ্ছে, চক্রান্ত চলছে। প্রকৃত সংগঠনকে বাদ দিয়ে নিজেদের লেজুড় সংগঠনকে সদস্য করার হিড়িক লক্ষ করা গেছে। ডালাস ফোবানা যে কারনে বয়কটের ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব মিশিগানের বৈধ রেজিস্ট্রেশন থাকা সত্ত্বেও কোটারী স্বার্থে তাদের ডালাস ফোবানায় যোগ দিতে দেয়া হয়নি বলেও অভিযোগ আছে। এ অভিযোগও রয়েছে যে, নির্বাহী কমিটির বৈধ সিদ্ধান্ত ছাড়াই লীগ অব আমেরিকা দুই ফোবানাতেই রেজিস্ট্রেশন করেছে। ফোবানা আর শিক্ষণীয় কিংবা নির্মল বিনোদনের কোনো জায়গা নয়। এটা এখন নেতৃত্বের প্রর্দশনী এবং উৎকট অরুচিকর বিনোদনের জায়গায় পরিণত হয়েছে। যে কারণে মানুষের আগ্রহ ফোবানার প্রতি ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং পাল্টা অনুষ্ঠানের প্রতি মানুষ ঝুঁকছে।

যে সব বিশিস্টব্যাক্তিরা বাংলাদেশ থেকে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন তারা এই বিভক্তি সম্পর্কে জানেন। তারপরও আসেন ফ্রী টিকেট ও আমেরিকা কানাডা ভ্রমনের আশায়। উদ্যোক্তাদের কেউ কেউ নিজের খরচ দিয়েও অতিথি নিয়ে আসেন। এবারও সে রকম ঘটনা ঘটেছে। হিলটনের অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এস এম এ ফায়েজ ছাড়াও ওয়াকার্স পার্টির হায়দার আকবর খান রনো, ইত্তেফাকের সম্পাদক রাহাত খান, নয়া দিগন্তের সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দিন,

নিউএজের সম্পাদক নুরুল কবির, অধ্যাপক আহমেদ কামাল, সাপ্তাহিকের সম্পাদক গোলাম মোর্তোজা, বিডি নিউজের সম্পাদক তৌফিক ইমরোজ খালেদী প্রমুখেরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সহ বিভিন্নপর্বে অংশ নিয়েছেন। স্বল্পসংখ্যক শ্রোতাদের উপস্থিতিতে সেমিনারগুলোতে এইসব অতিথিরা যেসব বক্তব্য রেখেছেন তা তারা প্রতিদিন টিভি টক শোতে বলে থাকেন। তারাও নতুন কিছু দিতে পারেননি।

৭.

নিম্নমানের স্মরণীকা!

বাংলাদেশ সম্মেলন উপলক্ষ্যে দেওয়ান শামসুল আরেফিন সম্পাদিত মেলবন্ধন নামে যে স্মরণীকাটি প্রকাশিত হয় তা অতি নিম্নমানের। ১০৫ পৃষ্ঠার স্মরণীকাটিতে ৪৫ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন ও ১৮টি বানী রয়েছে। দু'চারটি লেখা ছাড়া সবগুলোই পাঠের অযোগ্য। স্মরণীকায় উত্তর আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ অনেক লেখকেরই লেখা স্থান পায়নি। প্রতিটি লেখায় রয়েছে অসংখ্য বানান ভুল। বোঝাই যায় অত্যন্ত দায়সারাভাবে এটি করা হয়েছে। সম্পাদক এই দায় এড়াতে পারেন না।

সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে আগত ক্রান্তি শিল্পীগোষ্ঠীর সভাপতি মাহবুবুল হায়দার মোহনের উপস্থিতি বিশেষ মাত্রা যোগ করে। তার গাওয়া গনসঙ্গীত শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে। স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনা ছিল অসাধারণ। আটলান্টা জর্জিয়া থেকে আগত যে তিনটি মেয়ে নৃত্য পরিবেশন করেছেন তারা সত্যি অসাধারণ। বাংলাদেশ থেকে যেসব শিল্পী এসেছিলেন তারা শ্রোতাদের হতাশ করেছেন। তাদের একই গান অনেকটা চর্বিত চর্বণ মনে হয়েছে। হায়দার, বাপ্পা, পার্থ বড়ুয়া, শাহনাজ বেলী, মিলা, সোনিয়া, সালমা প্রমূখ সঙ্গীত পরিবেশন করেন অনুষ্ঠানে। মডেল শিমুল কেনো স্টেজে এসেছিলেন বোঝা গেলোনা। তার কোনো ভূমিকা চোখে পড়েনি। হেলাল খান আর ঋতুপর্ণার পরিবেশনা ছিল অশ্লীল।

অনেক সীমবদ্ধতার মধ্যেও উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলনের আহবায়ক গিয়াস আহমেদ এবং সদস্য সচিব হাসানুজ্জামান একটি সফল সম্মেলন আয়োজন করতে পেরেছেন এজন্য তাদের ধন্যবাদ।

৮.

আমাদের সন্তানেরা!

এবার নিউইয়র্ক যে ক'দিন ছিলাম পত্রিকার পাতা জুড়ে শুধু অনুষ্ঠানের খবর দেখেছি। উত্তর আমেরিকার প্রভাবশালী পত্রিকা সাপ্তাহিক ঠিকানার পাতা খুললেই পাওয়া যাবে অসংখ্য বাহারী সব বিজ্ঞাপন। পুরো সামার জুড়ে কেবল অনুষ্ঠান আর অনুষ্ঠান। এছাড়াও এখন আমেরিকায় ফিবছর অনুষ্ঠানাদি লেগেই থাকছে। প্রবাসে মানুষের বিনোদনের আর তেমন কিছু নেই, তাই তারা যা পাচ্ছে তাই গোগ্রাসে গিলছে। এই সুযোগে একটি মাফিয়া চক্র সক্রিয় রয়েছে শিল্পী আনার নামে আদম পাচার ও ডলার হাতানোর কাজে। এ ব্যাপারে একটি টিভি চ্যানেল অগ্রনী ভূমিকায় রয়েছে বলে গুজব রয়েছে।

এখানে মানুষের সুখ(!) যেমন আছে তেমনি আছে নানা সংকটও। আছে বিভেদ, আছে বিচ্ছেদ, আছে সন্তানদের নিয়ে বাবা মায়ের দিনভর উৎকণ্ঠা। উত্তর আমেরিকায় সন্তানের বাবা মায়েরা স্বস্তিতে নেই। অবাধ স্বাধীনতার এই দেশগুলোতে কথায় কথায় যেমন সংসারে ভাঙ্গন দেখা দিচ্ছে তেমনি যাদের বড় বড় সন্তান আছে তারাও বাবা মাকে অগ্রাহ্য করছে। যে সন্তানের জন্য বাবা মা সব ছেড়ে বিদেশের কষ্টের জীবন বেছে নিয়েছেন তারাই বড় হয়ে বদলে যাচ্ছে। এখানে যারা জন্ম নিয়েছে তারা এক ভিন্ন মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠছে। স্কুল থেকেই তাদের শেখানো হচ্ছে 'আই ডোন্ট কেয়ার' মনোভাব। আবার অনেক বাবা মায়ের অবহেলার কারনেও সন্তানরা 'নষ্ট' হয়ে হচ্ছে। আত্মকেন্দ্রিক হিসাবে বেড়ে উঠছে। এজন্য মায়েদেরকেই বেশী দায়ী করা হচ্ছে, কারণ সন্তানরা তাদের কাছ থেকেই প্রশ্রয়টা বেশী পাচ্ছে। বিশেষকরে আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটিতে জীবনযুদ্ধ এতটাই তীব্র যে সন্তানের প্রতি প্রায়শঃই খেয়াল রাখা সম্ভব হয়না। তারা বেড়ে উঠে একাকী। নিরন্তর বিত্তের নেশায় ছুটতে যেয়ে বাবা মায়েরা এক সময় যে অনেক কিছু হরিয়ে ফেলে তা তারা বুঝতে পারে না। একই ছাদের নিচে থাকার পরও দিনের পর দিন স্বামী স্ত্রীর সাথে দেখা হয় না। একজন ঘর থেকে বের হয় আর একজন ঘরে ঢোকে। যার অবশ্যম্ভাবি পরিণতি হচ্ছে ভাঙ্গন।

বিপরীত দৃশ্যও আছে। অনেক বাবা মা নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সন্তানদের সুন্দরভাবে মানুষ করতে। তারা তাদের সময় দিচ্ছেন। বন্ধুর মতো আচরন করছেন। ফলে সন্তানরা স্কুল কলেজে অসাধারন রেজাল্ট করছে। ভালো ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা এখন এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুতগতিতি। তাদের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

৯.

অথঃ লেখক সমাচার!

প্রবাসীদের কারো কারো মধ্যে একটা অঘোষিত প্রতিযোগিতার মনোভাব রয়েছে। রয়েছে প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা। অনেকের মধ্যেই নিজেকে বড় ভাবার একটা প্রবনতা আছে। লেখকরাও এর বাইরে নয়। উত্তর আমেরিকায় আমার পরিচিত কয়েকজন লেখক আছে যাদের দেখলেই আমি 'উদ্বেলিত' হয়ে উঠি! তাদের কাছ থেকে একটু পাত্তা পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়! পথে ঘাটে দেখা হলে তাদের গভীরভাবে পর্যবেক্ষন করি। বলতে দ্বিধা নেই আমার পর্যবেক্ষন ক্ষমতা বেশ ভালো। অনেক সময় এমন হয় যে, আমি যা একটু আগে ভাবি তাই যখন ঘটে তখন আমি নিজেই চমকে উঠি! এইসব হেভিওয়েট লেখকদের সামনে হাসি হাসি মুখ নিয়ে দাঁড়ালেও তারা কেমন আড়ষ্ট হয়ে থাকে। কথা বলে মেপে মেপে। কী জানি 'বড়' লেখকরা এমনই বোধহয়। কিন্তু বাংলাদেশের অনেক বড় বড় লেখক সাংবাদিকদের কাছে আমি বেশ স্বাচ্ছন্দবোধ করি। তারা কেমন বন্ধুর মতো। বিনয়ী।

প্রসঙ্গ বাংলা টিভি

যাইহোক নিউইয়র্কের প্রোগ্রামের বাহার নিয়ে কথা হচ্ছিল। ২৯ জুন তেমনি এক প্রোগ্রাম ছিল উডসাইডের ৫৭ স্ট্রিট ও ৩৭ এভিনিউতে। প্রবল বৃষ্টিতে সেদিন 'বাংলাদেশ আনন্দ মেলাটি' ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় মেলাটি ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। আয়োজক ছিলেন আলাউদ্দিন সুইটমিটের জোবায়ের হোসেন ও কমিউনিটি লীডার শাহীন চৌধুরী। উপস্থাপনায় ছিলেন শারমিন রেজা ইভা ও প্রিয়া ডায়েস। নিউইয়র্কের জনপ্রিয় 'বাংলা টিভি' নিউইয়র্কের মহাপরিচালক মীর ওয়াজেদ শিবলী এবং তার স্ত্রী শারমিন রেজা ইভা এখানকার জনপ্রিয় মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং দীর্ঘদিন তারা বাংলা টিভি পরিচালনা করে আসছেন। সপ্তাহে ছয়দিন একঘন্টা করে বাংলা টিভির অনুষ্ঠান প্রচার হয় টাইম ওয়ার্নার কেবল থেকে। আকবর হায়দার কিরন বাংলা টিভির সংবাদ পরিচালক। শারমিন রেজা ইভা এক সময় বাংলাদেশ টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ছিলেন। মিষ্টভাষী ইভা এবং শিবলী তার বাসভবনে আমাদের চমৎকার আতিথেয়তা করেছিলেন। সেখানে আমাদের সাথে ছিলেন প্রিয়দর্শীনী ফারাজনা ইয়াসমিন লুসি এবং সাপ্তাহিক ২০০০এর জার্মান প্রতিনিধি নাজমুন্নেসা পিয়ারী এবং ফারজানা ইয়াসমিন। লুসি নিউইয়র্কের বাংলা পত্রিকার বিজনেস এক্সিকিউটিভ। ছিলেন কোলকাতার বিশিষ্ট তবলাবাদক অসীম সেনগুপ্ত।

১০.

আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাব

৫ জুলাই 'আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাব' জ্যাকসন হাইটসের এক অভিজাত রেস্টুরেন্টে অসাধারন এক দুপুরের আয়োজন করেছিল। বাংলাদেশ থেকে আগত সম্পাদক বৃন্দ এবং আমেরিকার বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকরা একত্রিত হয়েছিলেন। সেখানে বাংলাদেশ থেকে আগত যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন ইত্তেফাকের সম্পাদক রাহাত খান, নয়াদিগন্তের সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দিন, ওয়াকার্স পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য এবং লেখক হায়দার আকবর খান রনো, নিউএজের সম্পাদক নুরুল কবির, সাপ্তাহিকের সম্পাদক গোলাম মোর্তোজা, বৈশাখী টিভির নিউজ এডিটর শহিদুল ইসলাম, চিত্র পরিচালক সাইদুল আনাম টুটুল, মাহবুবুল হায়দার মোহন, টরন্টোর মিশুক মুনির, বিডি নিউজ ২৪ ডট কমের সম্পাদক তৌফিক ইমরোজ খালেদী প্রমূখ। আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাব একটি চমৎকার উদ্যোগ।

ঠিকানার সিইও সাঈদ-উর-রব তার চিরাচরিত আতিথেয়তায় কোনো ভুল করেন না। এবারও তিনি একটি অভিজাত রেস্টুরেন্টে আমাদের আপ্যায়িত করেন। তার সদ্য প্রকাশিত কলাম গ্রন্থ 'অনিয়মই নিয়ম' এবার নিউইয়র্কের বই মেলায় ব্যাপক আলোচিত হয়েছে। ঠিকানা অফিসে সম্পাদক মুহম্মদ ফজলুর রহমান, লাভলু আনসার, মঞ্জুর হোসেইন, মিজানুর রহমান, শামসুল হক সবার সাথে দেখা হলো।

জনপ্রিয় 'জায়রো'

নামকরা শিশু সাহিত্যিক নশরত শাহ এসেছিলেন কানেকটিকাট থেকে। তার সাথে আমার যখনই দেখা হয় তাকে বলি শিশুদের বঞ্চিত করার অধিকার তার নেই। আশাকরি সে আমার কথা রাখবে। এখন সময়ের নির্বাহী সম্পাদক ও এনটিভির ফকির সেলিমের বাসায় একদিন হঠাৎ আমরা চা পানে আপ্যায়িত হলাম। এটিএনবাংলা নিউইয়র্কের পরিচালক ও সিইও মঞ্জুরুল ইসলামের সাথে দেখা হয়েছে বই মেলার অনুষ্ঠানে। তিনি ব্যস্ততার মধ্যেও চা পানে আপ্যায়িত করতে ভোলেননি। বর্তমানে মিডিয়া কনসালটেন্ট মাহফুজুর রহমানের সাথে দেখা হয় ফোবানার অনুষ্ঠানে। মাহফুজ আগের মতোই আছে। কথা বলতে পছন্দ করে আমার এই সাংবাদিক বন্ধুটি। সেখানে আবৃত্তিকার মিথুন আহমেদের সাথে নতুন করে পরিচয় হলো। সেদিন মিথুন খুবই আবেগময় ছিলো, যা খুব বিসদৃশ্য লেগেছে। তবে হোটেল হিলটনে গোলাম মোর্তোজার কক্ষে চ্যানেল আইয়ের আশরাফুল আলম খোকন, কিরন ভাই সহ জম্পেস আড্ডা জমেছিল। মোর্তাজা খুবই চমৎকার বন্ধু প্রিয় মানুষ। ২০০৫ সালেও আমরা আমেরিকায় একসাথে অনেক আড্ডা করেছি। আড্ডায় আমরা ম্যানহাটনের বিখ্যাত 'জায়রো' খেয়েছিলাম। এই খাবারটি দেখেছি সবাই লাইন দিয়ে কিনে খাচ্ছে এবং সারারাত খোলা থাকে। হোটেল হিলটনের লবিতে লেখক সৌরভ শিকদারের আগমন চমকে দিয়েছিল। বললাম কিরে কোত্থেকে? বলল, এখনই এলাম ক্যালিফোর্নিয়া থেকে। তোরা আছিস শুনে চলে এলাম দেখা করতে। এ যেনো মেঘ না চাইতেই জল। সৌরভ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। ক্লোজআপের রুমিকে একদিন রাতে জ্যাকসন হাইটসের রাস্তায় দাঁড়িয়ে বললাম, সে যেনো সঙ্গীতের প্রতি মনোযোগী থাকে। কন্ঠ হারিয়ে গেলে এবং সাধনা না থাকলে কেউ ফিরেও তাকাবে না্। সে আমার সাথে একমত হয়েছিল।

বাংলাদেশ সোসাইটির প্রিয় মুখ নার্গিস আহমেদের সাথে সেই ২০০০ সালের পর দেখা। চমৎকার আড্ডা হয়েছে হলিডের সাংবাদিক মঈনুদ্দিন নাসের, ইত্তেফাকের নিউইয়র্ক প্রতিনিধি মাহমুদ খান তাসের, লেখক দর্পন কবিরের সাথে। অন্যেরা যে যাই বলুক তাসের ভাইয়ের রিপোর্ট আমি খুব পছন্দ করি। এন ওয়াই বাংলার সম্পাদক মুজাহিদ আর আনসারির সাথে জ্যাকসন হাইটসের রাস্তায় দাড়িয়ে কিছুক্ষন কথপোকথন হয়েছে। সদা হাস্য জনপ্রিয় ওয়েব ম্যাগাজিন খবর ডটকমের সম্পাদক শিব্বির আহমেদ, নিউজ বাংলার শফি দেলওয়ার কাজল প্রমূখদের সাথে দেখা হয়। শিব্বির এসেছেন ভার্জিনিয়া থেকে এবং পুরোটা সময় ছিলেন। তবে অল্পের জন্য দেখা হয়নি আমার দুজন ঘনিষ্ট মানুষ মিনার মাহমুদ ও আনোয়ার শাহাদতের সাথে। মিনার ভাই এবার ছিলেন নির্বিকার! সময়াভাবে আনোয়ারের ডিনারের আমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। দেখা হয়নি শ্যালিকা মুন্না, এরিনা আপা, বাবু, নিউটন ভাই, ডিউক, হুমায়ূন সহ অনেকের সাথেই।

১১.

নিউইয়র্কে আমার প্রিয় ভ্রাতুস্পুত্র আরিফ মল্লিক এবার অনেক তৎপরতা দেখিয়েছে। গত বছর যখন আসি তখন সে নানা কারণে ব্যস্ত ছিল। আরিফের স্ত্রী মিষ্টি মেয়ে বিথী ওর বাসায় একদিন চমৎকার বাঙ্গালি রান্না করে খাইয়েছে আমাদের। তবলা বাদক খুশবো আলমের সাথে দেখা হলো আরিফের বাসায়। খুশবো হচ্ছে কবি জাহানারা আরজুর ভাই। একসময়ের

সোনালী এক্সচেঞ্জের সিইও আসাদুজ্জামানের সাথে জ্যাকসন হাইটসে দেখা। তবে প্রথম পরিচয়ে যে মানুষটির আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েছি তিনি হচ্ছেন দুলাল ভাই।

১ জুলাই আটলান্টিক সিটিতে গিয়েছিলাম মূলতঃ আমার বোনের মেয়ে সোনিয়া ও তার স্বামী পারভেজের সাথে দেখা করতে। আমার যে বোনটির অকাল প্রয়াণ হয়েছিল সোনিয়া তার একমাত্র কন্যা। ওদের আন্তরিকতা ভোলার নয়। পারভেজের সাথে দুপুরে চলে গেলাম সী বিচে। এতো কাছে এসে যদি আটলান্টিক মহাসাগরের পানি ছুঁয়ে না যাই সেটা কী ভালো দেখা যায়! আর সাগরের বিশলতার কাছে এলেই মনে হয় কত ক্ষুদ্র এই মানুষ! পারভেজের বাসায় দেখা হলো গোলাম কিবরিয়ার সাথে, যিনি ডেমোক্রেটিক পার্টির আটলান্টিক কাউন্টির কমিটি পার্সন ও জোনিং এবং প্ল্যানিং বোর্ডের মেম্বার।

কনসার্ট

আটলান্টিক সিটিতে হোটেল শেরাটনের ক্রাউন বলরুমে মুনির এম জামানের দেশী মিউজিক আয়োজিত কনসার্টে দেখা হলো এক সময়ের নামকরা পল্লীগীতি শিল্পী নীনা হামিদের সাথে। এছাড়া এনটিভির সৈয়দ হোসেন ও আবির আলমগীরের সাথে দেখা হলো ওখানে। আবির এখন ব্যস্ত উপস্থাপক। এই সিটিতে বাস করেন ঠিকানার প্রতিনিধি বাবুল ও তার স্ত্রী শাহীন আক্তার রানী। রানী ভালো সঙ্গীত শিল্পীও। অবশেষে নির্ধারিত তারিখের একদিন আগেই আমার বন্ধু ফারুক মজুমদার আর ডেইজীর সাথে ফিরে এলাম টরন্টো। মানুষ দেখা আমার কাছে অনেক প্রিয়। মানুষ দেখার গল্পই বলা হলো। এই লেখায় তথ্যগত কোনো ভুল থাকলে বা কেউ আহত হয়ে থাকলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

জসিম মল্লিকঃ সাহিত্যিক, সাংবাদিক